দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL. 7 1999
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

82

একুশ শতকের শিক্ষা ব্যবস্থা

তথ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান বিশ্বে উন্নত দেশগুলো বাজার উপযোগী শিক্ষার প্রতি ব্যাপকভাবে ঝুকে পড়ছে। বাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরী করবে এটাই হচ্ছে তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষিত বেকার তৈরী করা এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়। প্রাসঙ্গিক কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গতানুগতিক শিক্ষাকে চাহিদা মাফিক সংকুচিত করছে এবং বাজারের চাহিদা মাফিক নতুন নতুন বিষয়ের শিক্ষার উপর জোর দিচ্ছে। এ ধরনের মনোভাব নিয়ে কম্পিউটার বিশ্বের এশিয়ান পরাশক্তি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মোহাম্মদ তৈরী করেছেন "টেলিকম এন্ড মাল্টিমিডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়"।

একবিংশ শতাব্দীকে তথ্য প্রযুক্তির যুগ বলা হচ্ছে। তারই ফলশ্রুতিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইটি (ইনফরমেশন টেকনোলজি) বা তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর গ্র্যাজুয়েট তৈরী করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ভারত বছরে তৈরী করছে প্রায় ষাট হাজার আইটি গ্র্যাজুয়েট। তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে ভারতের অগ্রগতির একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে তাদের সফটওয়্যার বাণিজ্যের সাফল্যে। সেদেশের লোকাল সফটওয়্যার কোম্পানীগুলো বছরে প্রায় ৬·৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার আয় করছে। পাশাপাশি তুলনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশ বছরে তৈরী করছে প্রায় ৭০০ গ্র্যাজুয়েট আমাদের দেশের সফটওয়্যার মার্কেটের আয়তন এখনও তেমন কোন উল্লেখ পরিসংখ্যানে পৌছাতে পারেনি। যদিও লোকাল সফটওয়্যার মার্কেট তৈরীর সম্ভাবনা এবং প্রচেষ্টার কোন কমতি নেই। দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শীতার কারণে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যে সব সাবজেক্টে হয়ত এক হাজার গ্র্যাজুয়েটের প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে সে সব সাবজেক্টে দেশের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরী হচ্ছে বিশ-ত্রিশ হাজার গ্র্যাজুয়েট। সারা বিশ্বে আইটি বিষয়ক চাকুরীর বিশাল বাজার (প্রায় দশ লক্ষ) থাকা সত্ত্বেও কম্পিউটার বা তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত সাবজেক্টের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে না

> *ভারত বছরে তৈরী করছে প্রায় ষাট হাজার আইটি গ্র্যাজুয়েট। তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে ভারতের অগ্রগতির একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে তাদের সফটওয়্যার বাণিজ্যের সাফল্যে। সে দেশের লোকাল সফটওয়্যার কোম্পানীগুলো বছরে প্রায় ৬.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার আয় করছে।*

এটি সত্য যে, বাহ্যিক চাকিচিকত্যার বাহারি লোক দেখানো হতাশা সার্টিফিকেট সর্বস্ব বেকার গ্র্যাজুয়েট যুবক তৈরী করার মানে হচ্ছে বোকামী এবং অর্থের অপচয় মাত্র। এমতাবস্থায় আইটির বিশাল চাকুরীর বাজারের দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং দূরদর্শিতা বাড়ানো দরকার। প্রতি বছর আইটি বিষয়ক পড়াশুনা করার জন্য শুধু ভারতে বাংলাদেশী প্রায় ৮/১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (দেশে-বিদেশে) পড়াশুনার জন্য খরচ হচ্ছে প্রায় পাঁচশত কোটি টাকার দেশীয় মুদ্রা। এ বিপুল অর্থ বিদেশে ব্যয় না করে দেশের অভ্যন্তরে এর চেয়ে অনেক কম খরচে গুণগত তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। এ প্রেক্ষিতে দেশের বিশ বিদ্যালয় সমূহে বাস্তবমুখী তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। সুখের বিষয় সম্প্রতি দেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। যে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার পরিকল্পনা চলছে, তন্মধ্যে অন্তত ১টিকে জরুরী ভিত্তিতে তথ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনফরমেশন টেকনোলজী ইউনিভার্সিটি- আইটিইউ হিসেবে চালু করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রস্তাবিত (আইটিইউ)-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেঃ ইনফরমেশন টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, মাল্টি মিডিয়া বিজনেস ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইনফরমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর সমন্বয়ে একটি আইটি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় অর্থনীতিতে, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং সর্বোপরি বেকারত্ব সমস্যা লাঘব করার একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

❑ ডঃ এম. আলমগীর হোসেন
চেয়ারম্যান, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।